সমকাল

তারিখ ..... 21 MAY 2018
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ .....

প্রতিবাদ কর্মসূচি দমাতে এমপি-প্রশাসন একাট্টা

প্রধান শিক্ষককে ঢাকা মেডিকেলে স্থানান্তর

■ হায়দার আলী, *নারায়ণগঞ্জ থেকে*

শিক্ষককে কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনায় উত্তাল সারাদেশ। বিভিন্ন মহল থেকে সেলিম ওসমানের সংসদ সদস্যপদ বাতিলসহ শাস্তির দাবি উঠেছে; ব্যতিক্রম শুধু নারায়ণগঞ্জ। যে জেলার ঘটনা নিয়ে সারাদেশে প্রতিবাদ, মানববন্ধন, সমাবেশসহ এত কর্মসূচি সেখানেই চলছে এক ধরনের নীরবতা! হাতেগোনা দু-একটি সংগঠন ছাড়া কেউ মাঠে নেই। নারায়ণগঞ্জ জেলা শিক্ষক সমিতি কিংবা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদসহ জেলা-উপজেলার নেতারা কোনো কর্মসূচি দেননি। উল্টো সাংসদ সেলিম ওসমানের পক্ষে লিফলেট বিলি করছেন শিক্ষক নেতারা!

সমকালের অনুসন্ধানে জানা যায়, আন্দোলন দমাতেও একাট্টা এমপি সেলিম ওসমান ও স্থানীয় প্রশাসন। বন্দরের ইউএনও প্রতিবাদ কর্মসূচি না দিতে শিক্ষকদের কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই আতঙ্কে কোনো কর্মসূচি ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

প্রতিবাদ কর্মসূচি দমাতে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

দেননি জেলার শিক্ষকরা। পাশাপাশি যার অভিযোগ ঘিরে হেনস্তার শিকার প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত, সেই শিক্ষার্থী রিফাতকেও নিজেদের মতো করে ব্যবহার করা হচ্ছে। গতকাল শুক্রবার হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে ওই ছাত্রকে এমপির পক্ষে সাফাই গাইতে হাজির করা হয়েছিল। এর আগে তার সঙ্গে হেফাজত নেতারা বৈঠকও করেন। এদিকে গতকাল শ্যামল কান্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়া আদালতের অনুমতিতে শিক্ষক হেনস্তার ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, নারায়ণগঞ্জ শহরের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে রয়েছেন এমপি সেলিম ওসমান, এমপি শামীম ওসমান কিংবা তাদের আত্মীয়-স্বজন ও অনুসারীরা। এর বাইরে গিয়ে কেউ কথা বললে বিপদে পড়বে– এই ভয়ে শিক্ষকরা কর্মসূচি তো দূরের কথা, শ্যামল কান্তিকে হাসপাতালে দেখতেও যাননি। বন্দর উপজেলার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত নারায়ণগঞ্জের ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট খানপুর হাসপাতালে এক সপ্তাহ চিকিৎসাধীন ছিলেন। ওই হাসপাতালের পাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নারায়ণগঞ্জ বার একাডেমি ও বিবি মরিয়ম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও তাকে দেখতে যাননি।

বার একাডেমির একজন সিনিয়র শিক্ষক বলেন, 'আপনি তো সাংবাদিক, জেলায় ঘুরতেছেন, ওসমান পরিবারের বিরুদ্ধে কথা বলার লোক কয়জন আছে? প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তাদের নিয়ন্ত্রণে। তাদের বিরুদ্ধে কর্মসূচি তো দূরের কথা, ওই শিক্ষককে দেখতে গেলেই নেমে আসবে হয়রানির খড়্গ। চাকরি নিয়ে কিংবা নারায়ণগঞ্জে থাকাই কঠিন হবে।'

তবে পাগলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্রজেন্দ্র নাথ সরকার সমকালকে বলেন, শিক্ষককে দেখতে গিয়েছিলাম কিন্তু বড় কোনো কর্মসূচিতে যেতে পারিনি। তবে আমরা সংগঠিত হচ্ছি। একই স্কুলের একজন শিক্ষক বলেন, 'এমপি সেলিম ওসমানের বিরুদ্ধে কথা বলে কি কোনো শিক্ষক চাকরি হারাবেন? তাদের ভয়ে সবাই চুপ, কেউ মুখ খুলছেন না।'

একাধিক সূত্রে জানা যায়, বন্দর উপজেলা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবুল হাসেম উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে লিফলেট বিতরণ করছেন এমপি সেলিম ওসমানের পক্ষে। বন্দর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মৌসুমী হামিদ বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের ডেকে নিয়ে শ্যামল কান্তির ঘটনায় কোনো কর্মসূচি দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি এমপি সেলিম ওসমানের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিতে কঠোর নির্দেশনাও দেন।

এ বিষয়ে কথা বলেন জেলা শিক্ষক কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক (একাংশ) মো. জহিরউদ্দিন। তিনি সমকালকে বলেন, 'শিক্ষককে যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছে, সেটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।' কিন্তু প্রতিবাদ কর্মসূচি না দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বন্দরের শিক্ষক সমাজকে 'অফ' করে দিয়েছেন। তিনি ডেকে নিয়ে শিক্ষকদের বলেছেন, 'এ ব্যাপারে আপনারা মুখ খুলবেন না, সমস্যা আছে। এমপি সাহেব লাখ লাখ টাকা স্কুল ফান্ডে দিয়েছেন, মুখ খুললে তার ক্ষতি হবে। এজন্য উপজেলার শিক্ষকরা প্রতিবাদ কর্মসূচিতে আসেননি।" এ প্রসঙ্গে বন্দরের ইউএনও মৌসুমী হামিদের মোবাইলে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। সমকালের পরিচয় দিয়ে মোবাইলে খুদেবার্তা পাঠানো হলেও কোনো উত্তর দেননি।

শিক্ষকদের অভিযোগ, শুধু বন্দর উপজেলা নয়, শহরের প্রতিটি স্কুল এবং ফতুল্লা ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানার প্রায় প্রতিটি স্কুলেই এমন নির্দেশনা গেছে। এমপি সেলিম ওসমানের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রকাশ্যে কোনো কর্মসূচিতে অংশ নেননি এবং নিতে সাহস পাচ্ছেন না।

অন্ধকারে আলো : নারায়ণগঞ্জের শিক্ষক সমাজ থেকে শুরু করে বেশিরভাগ রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন চুপ থাকলেও শ্যামল কান্তির ওপর নির্যাতনের পরদিন থেকেই আন্দোলন-কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে নারায়ণগঞ্জের ত্বকী মঞ্চ, নাগরিক কমিটি, জেলা কমিউনিস্ট পার্টি ও জেলার প্রেস ক্লাব। জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হাফিজুল ইসলাম বলেন, 'ঘটনার পর পরই আমরা তীব্র নিন্দা জানাই ও ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি দাবি করে মানববন্ধন করি।'

হেফাজতের মঞ্চে সেই রিফাত : ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে শ্যামল কান্তি ভক্তের কঠোর শাস্তিসহ ফাঁসির দাবিতে নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে হেফাজতে ইসলাম। গতকাল শহরের ডিআইটি জামে মসজিদের সামনে বঙ্গবন্ধু সড়কে হেফাজতে ইসলামের জেলা আমির আবদুল আউয়ালের সভাপতিত্বে 'নারায়ণগঞ্জের সর্বস্তরের মুসলিম জনতা'র ব্যানারে ওই সমাবেশ থেকে সরকারকে ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেওয়া হয়। হেফাজতের নেতারা সেলিম ওসমানকে বীর হিসেবে উল্লেখ করে ধন্যবাদ জানান এবং তার পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। তারা শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণ দাবি করেন। সমাবেশে দেওয়া বক্তৃতায় শিক্ষার্থী রিফাত তাকে মারধর ও ওই শিক্ষকের ধর্ম নিয়ে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার কথা তুলে ধরে। এ ছাড়া সন্ধ্যায় সেলিম ওসমানের পক্ষে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

রিফাতের সঙ্গে বৈঠক : অনুসন্ধানে জানা যায়, আগের দিন বৃহস্পতিবার বন্দর উপজেলার কলাগাছা ইউনিয়নে গিয়ে রিফাতের সঙ্গে স্থানীয় একটি মসজিদে বৈঠক করেন আবদুল আউয়াল। তিনি রিফাতের সঙ্গে শ্যামল কান্তির ঘটনা নিয়ে কথা বলার পাশাপাশি হেফাজতের সমাবেশে উপস্থিত থাকার জন্য বলেন। অভিযোগ উঠেছে, অভিযুক্ত স্থানীয় এমপি সেলিম ওসমান ও তার অনুসারীদের সহায়তায় জেলা হেফাজতে ইসলামের নেতারা শ্যামল কান্তির বিচার ও এমপির পক্ষে সাফাই গাইতেই সমাবেশ করেন। এই সমাবেশের নেপথ্যে কলকাঠি নেড়েছেন এমপি সেলিম ওসমান।

ঢাকা মেডিকেলে শ্যামল কান্তি : পুলিশ প্রহরায় গতকাল দুপুরে শ্যামল কান্তিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরে তার এক্স-রে, রক্ত পরীক্ষা ও সিটি স্ক্যান করা হয়। এই হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ৬০১ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসা নিচ্ছেন তিনি। তার সঙ্গে রয়েছেন স্ত্রী সবিতা রানী।

হাসপাতালে এই শিক্ষক সাংবাদিকদের কাছে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ওসমান পরিবারই নারায়ণগঞ্জের সব কিছু। যে কোনো মুহূর্তে আমার ওপর হামলা হতে পারে। পরিবার নিয়ে চিন্তায় আছি। এক মেয়েকে বাসায় (নারায়ণগঞ্জ) রেখে বাইরে থেকে তালা মেরে এসেছি। জানি না তার কী হবে।'

তদন্ত শুরু পুলিশের : নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, শিক্ষককে কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনাকে মানহানিকর অপরাধ সাব্যস্ত করে তা তদন্ত করতে বৃহস্পতিবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অশোক কুমার দত্তের আদালতে অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়। বন্দর থানার এসআই মোখলেছুর রহমানের এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত ঘটনাটি তদন্ত করার অনুমতি দেন। এর পরই পুলিশ তদন্ত শুরু করে বলে জানান জেলা পুলিশ সুপার খন্দকার মহিদ উদ্দিন। তিনি বলে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ত কাজ মনিটর করছেন।